R. N. No. 2532/57

Phone No. 66-228, STD 03483

Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন : ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার :
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
৮ম সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২৪শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৪ সাল।
৯ই জুলাই, ১৯৯৭ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

সাইদপুর ইউ এন জুনিয়ার হাই স্কুলের তৎকালীন টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ

রঘুনাথগঞ্জ : এই থানার বাণীপুরে অবস্থিত সাইদপুর ইউ এন জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রাক্তন টিচার ইন চার্জ বর্তমান শিক্ষক বাসুকীনাথ মিশ্র ও অপর এক শিক্ষক গণপতি সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও জালিয়াতির অভিযোগ এনেছেন ৮০জন গ্রামবাসী ও অভিভাবকগণ। তাঁরা বলেন এই অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় শ্রীমিশ্র স্থানীয় জনগণের বিশাল এক সমাবেশে লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও টিচার-ইন-চার্জ পদ থেকে অব্যাহতি চেয়ে নেন। দুর্নীতির মধ্যে ছিল স্কুলের টাকাকড়ি তছরূপ ও নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে অর্থ আদায় প্রভৃতি। বাসুকীনাথ মিশ্র এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে তাঁর লিখিত ক্ষমা প্রার্থনা সত্য বলে স্বীকার করেন। তিনি বলেন উপস্থিত বেশকিছু অভিভাবক তাঁকে ঘেরাও করে ভয় দেখিয়ে ঐ ক্ষমা প্রার্থনা লিখিয়ে নেন। দুর্নীতির ঘটনা তিনি অস্বীকার করেন। এ ব্যাপারে তিনি স্থানীয় থানায় একটি ডাইরীও করেছেন (নং ৭২৩ তাং ১৯-৬-৯৭)। তিনি বলেন অভিভাবকদের মধ্যে অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বেশ কিছু ব্যক্তি তাঁদের পছন্দমত ভূগোলের শিক্ষক নিয়োগের জন্য চাপ দেন। তাতে তিনি ও ম্যানেজিং কমিটি সম্মত না হওয়ায় বিক্ষুব্ধরা এই সমস্ত অভিযোগ এনেছেন ও তাঁকে ভয় দেখিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা লিখিয়ে নিয়েছেন। গত জানুয়ারীতে ভূগোলের শিক্ষক নিয়োগের জন্য জেলার চারটি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম চেয়ে পাঠানো হয়। এক্সচেঞ্জগুলি থেকে মোট ১৬ জনের নাম স্কুলে আসে। আইন মত ৪৫ দিন অপেক্ষা করার পর গত ৭ মার্চ ঐ ১৬ জনের সার্টিফিকেট প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য (৩য় পৃষ্ঠায়)

গৌতমের খুনের ঘটনায় সর্বদলীয় গণডেপুটেশনে নব্বই দিনের মধ্যে চার্জশিটের প্রতিশ্রুতি দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : ভাগীরথী চরে গৌতম মুখার্জীর খুনের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গত ১ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ হাই স্কুলের নতুন ভবনে এক সর্বদলীয় শোকসভা হয়। শোকসভায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি উপস্থিত হয়ে খুনের ঘটনার দ্রুত তদন্ত ও দোষীর শাস্তি বিধানের দাবী তোলেন। সভা শেষে মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য, প্রদীপ নন্দী, চিত্ত মুখার্জী, মৃণাল ব্যানার্জী, গৌতম রুদ্র, অলোক সাহা প্রমুখের নেতৃত্ব থানায় গণডেপুটেশন দেওয়া হয়। ওসি দাবী মত ৯০ দিনের মধ্যে ধৃত মাধাই হালদারের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। অন্যদিকে এসডিপিও চার্জশিট দেওয়া প্রসঙ্গে বলেন ৯০ দিনের মধ্যে চার্জশিট দেবার প্রচেষ্টা পুলিশ সব সময়েই করে থাকে, কিন্তু পোষ্টমর্টেম রিপোর্ট প্রভৃতি বিভিন্ন বাধার জন্য সব সময়ে তা সম্ভব হয় না। পরবর্তীতে জানা যায় মাধাই এর স্বীকারোক্তি পাওয়া গেছে এবং সেই অনুযায়ী স্থানীয় আদালতে গতঃ কলোনীর জনৈকা তরুণী শম্পা পালেরও স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়েছে। শম্পা পালকে গত ৫ জুলাই জঙ্গিপুরের প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে জবানবন্দীর জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ও জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করা হয়। পুলিশী তদন্তের স্বার্থে মাধাই ও শম্পার স্বীকারোক্তি অপ্রকাশিত থাকলো।

তৎকালীন টিচার মহকুমায় বন্‌ধ সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৪ জুলাই প্রদেশ কংগ্রেসের ডাকে পি এল একাউন্ট কেলেঙ্কারীতে সি বি আই তদন্তের ও অর্থমন্ত্রী অসীম দাসগুপ্তের পদত্যাগের দাবীতে বাংলা বন্‌ধ মহকুমায় ছিল সর্বাত্মক ও শান্তিপূর্ণ। মহকুমা পুলিশ ও প্রশাসন সূত্রে বনধে ছোট-খাটো কিছু বিশৃঙ্খলা ছাড়া বড় অঘটন ঘটেনি বলে জানানো হয়। মহকুমা শাসক দেবব্রত পাল সরকারী আফিসগুলিতে (৩য় পৃষ্ঠায়)

কলেজ সার্ভিস কমিশন জঙ্গিপুর কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ বন্ধ রাখলেন

জঙ্গিপুর : সম্প্রতি স্থানীয় কলেজের অধ্যক্ষ নিয়োগের জন্য ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ স্বপন চক্রবর্তীসহ ৪ জনকে কলেজ সার্ভিস কমিশন ডেকে পাঠান। কিন্তু কেউই কমিশনের কাছে উপযুক্ত মনে না হওয়ায় এই নিয়োগ আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়। উল্লেখ্য, বিগত পনের বছর ধরে এই কলেজে কোন অধ্যক্ষ নাই। অন্যদিকে জেলার অরঙ্গাবাদসহ বেশ কয়েকটি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগ করেছেন কলেজ সার্ভিস কমিশন বলে জানা যায়।

বিড়ি মজুরী বৃদ্ধির ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে গেল

বিশেষ সংবাদদাতা : গত ২ ও ৫ জুলাই জঙ্গিপুর লেবার কমিশনার অফিসে সরকার পক্ষ, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে গেল। শ্রমিক পক্ষের তরফে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়ন বিড়ি বাঁধাই মজুরী হাজারে ৫৫'৪৫ পঃ দাবী করেন। কিন্তু মালিক পক্ষ অন্যান্য বছরের মত বৃদ্ধি করতে রাজী হন। তাঁরা বলেন গত ১৬ আগষ্ট '৯৫ হাজারে ২ টাকা ৬০ পঃ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২৪শে আষাঢ় বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। অভিনন্দন ।।

১৯৯৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হইয়াছে। সাফল্যের মাপকাঠিতে এই বৎসর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় জেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহা হয়ত পরিমাণগত বা সংখ্যাগত দিক অপেক্ষা গুণগত দিক হিসাবে অধিক বিচার্য।

বিদ্যালয়ের ছাত্র শ্রীমান কিশোরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমান জ্যোতির্ময় মল্লিক মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য এবং ছাত্রদের অনুকরণীয়। শ্রীমান কিশোর মোট ৭৪৮ নম্বর পাইয়া জেলায় প্রথম এবং পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছে। শ্রীমান জ্যোতির্ময় মোট ৭১৩ নম্বর পাইয়াছে। তবে সে অঙ্ক বিষয়ে পুরা ১০০ নম্বর পাওয়ায় প্রশংসার যথেষ্ট দাবী রাখে। রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী ঋতুপর্ণা ব্যানার্জী ৭১৩ নম্বর পাইয়াছে। তাহার সাফল্যও প্রশংসনীয়।

রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় মফঃস্বল এলাকায় অবস্থিত। বহুবিধ প্রতিকূলতার মধ্য দিয়া পঠন-পাঠনের কাজ চালাইতে হয়। তথাপি এই বিদ্যালয়ের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল বিগত বেশ কয়েক বৎসর হইতে সন্তোষজনক। কিন্তু এই বৎসর তাহা এক রেকর্ড পর্যায়ে পড়িয়াছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষকমহাশয়গণ যথেষ্ট যোগ্য। তাঁহাদের বিদগ্ধ অধ্যাপনা এবং ছাত্রদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা আজিকার সাফল্যের ফসল।

বিশেষ করিয়া শ্রীমান কিশোরের কথার পুনরুল্লেখ প্রয়োজন। নিম্নশ্রেণী হইতেই সে পড়াশুনায় যথেষ্ট আগ্রহী ও পরিশ্রমী ছিল। শারীরিক বাধাকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া সে প্রচুর পরিশ্রম করিয়া পড়াশুনার কাজ চালাইয়া গিয়াছে। সে ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ পরীক্ষায় রাজ্যস্তরের পর্যায় শেষ করিয়া জাতীয় স্তরের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। শ্রীমান কিশোর অল ইণ্ডিয়া ইন্সটিট্যুট অব মেডিক্যাল সায়েন্সের সর্বভারতীয় পরীক্ষায় বসিতে আগ্রহী বলিয়া জানা গিয়াছে। বিদ্যালয়ে পড়িতে পড়িতে সে বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়াছে। বর্তমানে সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে বিজ্ঞান শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছে।

আমরা পত্রিকার পক্ষ হইতে শ্রীমান কিশোরকে অভিনন্দন জানাইতেছি এবং তাহার সুসমৃদ্ধ উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করিতেছি। আর রঘুনাথগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং সহকারী শিক্ষক মহাশয়গণকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি এবং বিদ্যালয়ের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিতেছি।

অথ সবাক জলপান কথা

আনন্দগোপাল বিশ্বাস

হঠাৎ কানে ব্যথা পেয়ে জেগে উঠলাম এবং জেগেই দেখি আমার কানে হাত দিয়ে সেই গোঁফ, সেই চোখ, সেই খালি গায়ে শুভ্র উপবীতধারী আমার 'মাইডিয়ার' দাদু—ওরফে দাদাঠাকুর! (আমার আবার ভাষাটাসাগুলো ভাসা ভাসা ভাবে উঠানামা করে, হে প্রিয় পাঠককুল আপনারা হাসাহাসি করে নিজেদের কাশাকাশির মধ্যে জড়াবেন না।)

দাদুকে সম্মান জানাই, মুষ্টিবদ্ধ হাত তুলে শূন্যে ছুড়ে দিই।

—'ওটা কি হলরে' দাদু জিজ্ঞাসা করেন।

—এটাই তো এখন সভ্যদের প্রথম শ্রেণীর সম্মান জানাবার কায়দা। তোমাদের আমলের হাতজোড় করে নমস্কার বা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম এখন অচল। ওটা একটা নোংরা ব্যাপার! তাছাড়া তোমার না ঢাকা পা দুটো—মাইরী যা ধুলোটুলো জমেছে না—পায়ে হাত দিলে জমবে ভাল!

কান দুটো ভাল করে আর একবার ঝাঁকিয়ে দাদু বললেন, 'বেশ বেশ—বল দেখি জল খেলি কেমন?'

কানে হাত দিয়ে ব্যথার ওজনটা বুঝে নিই; তারপর জলভরা চোখে বলি, 'খেলাম তো!'

—পেলি কোথায়?

—কেন! ঐ যে তোমার প্রসন্ন গো—গোয়ালিনী প্রসন্ন, ঐ তো খাওয়াচ্ছে। তোমার প্রসন্ন আমার প্রতি ভারী প্রসন্ন, জলোদুধের জন্য আমি কোনদিন কিছু বলি না!

—তা তুই বারে বারে তোমার প্রসন্ন তোমার প্রসন্ন বলছিস কেন রে? প্রসন্ন কি আমার? কোন কালেও কি আমার ছিল? ও তো কমলাকান্তের—

—ঐ একই হ'ল দাদু! তোমরা তো এখন একই জায়গায় থাক। কমলাকান্ত আর তুমি! তুমিও আমার, আর ঐ কমলাকান্ত যিনি উপদেশ দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছেন!

—থাম দেখি ফ্যাচ ফ্যাচ করিস না। আমি আদৌ প্রসন্নর দুধ বা জল নিয়ে কথা বলছি না। আমি বলছি—

—বুঝেছি দাদু, তুমি আমার চোখের জলের স্বাদ জিজ্ঞাসা করছ তো?

—না আমি তাও বলছি না, তুই একটা আস্ত গাধা!

—আঃ থামবি! একটা অকালকুষ্মাণ্ড, গবেট, মাথাভর্তি ষাঁড়ের গোবর। আমি বলছি তোদের 'ট্যাপকলের' জলের কথা! খুব তো বছর কয়েক আগে রাস্তাঘাট খোঁড়াখুঁড়ি করে পাইপবসানর ধুম পড়ে গিয়েছিল, মনে আছে—বর্ষার জলকাদায় সে কি নরক! ভাবটা যেন ট্যাপকল বসল আর কি!

দাদু তুমি তো স্বর্গে থাক, আমাদের নরক আমাদেরই থাক!

—তাই তো বলছি তোরা মানুষ না, মানুষ নামে কতকগুলো—না হ'লে ঐ তো বছর কয়েক আগের সেই মাটি খোঁড়া, জলকাদায় মাখামাখি, আছাড় খেয়ে শুধু জলকাদা খেলি। কিন্তু নিট লাভ কি হ'ল বল তো?

—এ তো সবই লোকসান দাদু—লাভ তুমি কোথায় দেখলে?

—আমার আছে, লাভ আছে বৈ কি! রাস্তার কলের প্লাটফরমগুলো একটাও আস্ত আছে কি?

—তা বোধহয় নেই!

—পাইপগুলো কোন রাস্তার কোথায় পোঁতা আছে কেউ জানে না, ওগুলো নতুন করে খুঁজতে হবে। তা হলেই বোঝ লাভ কার! ওগুলো আবার তৈরী করতে হবে—

করতেই হবে এবং করলে ও করালে লাভ ছাড়া লোকসান কোথায়!

—মাইরী দাদু এ বয়সেও তোমার মাথা বেশ খোলতাই আছে দেখছি। গোঁফের ফাঁকে একটু হাসির ঝিলিক। হাতটা আবার কানের দিকে বাড়িয়ে বলেন,—'দেখ আমি তোর মত বসে বসেই ঝিমাই না। প্রসন্নর দুধ আর কমলাকান্তের উপদেশ এই নিয়েই তুই থাক!'

—আচ্ছা দাদু তুমি তো খালি খারাপটাই দেখ। ধর ট্যাপকলের ব্যাপারটা যদি চাপা পড়েই যায়, মানে যদি আর কোন কাজই না হয়, তা হলে তো আর লাভ-লোকসানের ব্যাপার থাকবে না তা হলে?

—'তাহ'লে' আবার গোঁফের ফাঁকে হাসির ঝিলিক! 'তা হ'লে তো দারুণ ব্যাপার! কয়েকশো বছর পর হয়ত মাটি খুঁড়তে গিয়ে তোদের শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হবে। গবেষণা চলবে মাটির নীচে পাওয়া পাইপগুলো নিয়ে। ভাববে পাইপ যখন পাওয়া গিয়েছে (৩য় পৃষ্ঠায়)

শান্তিপূর্ণ (১ম পৃষ্ঠার পর)

৫৬ শতাংশ হাজিরার দাবী করলেও মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের সংবাদদাতারা জানাচ্ছেন, সরকারী অফিস অধিকাংশই বন্ধ ছিল। হাজিরা হিসাবে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের অফিসগুলিতে গেটের সামনেই কর্মীদের হাজিরা হয়ে যায়। কেউ দপ্তরে ঢুকে অফিস করতে পারেনি। ব্যাঙ্ক, এল আই সি, পোষ্ট অফিস, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য অফিস, হাটবাজার, যানবাহন সবই বন্ধ ছিল। মহকুমা শাসকের দপ্তরে চতুর্থ শ্রেণী মলে সাকুল্যে জনা কুড়ি কর্মী হাজির ছিলেন। ৩৪ নং জাতীয় সড়ক ছিল সুশশান। বনধ্ সমর্থকদের সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ বি এল এণ্ড এল আর ও অফিসে পুলিশের ধস্তাধস্তি হয়। কংগ্রেসীদের ছোঁড়া ইটে একজন পুলিশ মাথায় সামান্য আঘাত পান। সেখান থেকে চারজন বনধ্ সমর্থককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ও পরে জামিনে ছেড়ে দেয়। জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যালিটি অফিসে বনধ্ সমর্থকদের সঙ্গে কিছু পৌর কর্মচারীর বচসা থেকে গণ্ডগোল বাধলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে কংগ্রেসীদের হটিয়ে দেয়। বনধের বিপক্ষে ঐ দিন বিকেলে সিপিএমের জঙ্গিপুর লোকাল কমিটি একটি সভা করে। সভায় প্রাণবন্ধু মাল, গিয়াসউদ্দিন, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। বক্তাদের মুখে পি এল একাউন্ট বা স্থানীয় সমস্যার দিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে সিদ্ধার্থ রায়ের আমলের কালোজমানা এবং সিপিএমের পঞ্চায়েতের সাফল্য ও পাট্টা বিলি নিয়ে একঘেয়ে বক্তব্যই শুধু শোনা যায়।

জলপান কথা (২য় পৃষ্ঠার পর)

তখন নিশ্চয়ই সেখানকার মানুষ ট্যাপকলের জল খেত, কিন্তু পাইপ দিয়ে জল যাওয়া আসার কোন প্রমাণ নেই, এ বড় তাজ্জব ব্যাপার ! আরও অবাক কাণ্ড মাঝে মাঝে এক পাইপ থেকে অন্য পাইপের দূরত্বও রয়েছে। জল কিভাবে এক পাইপ থেকে অন্য পাইপে যেত ভবিষ্যত প্রজন্মের মানুষ বুঝতে পারবে না। তবে ভাববে অতীতের মানুষগুলো খুব সভ্য ছিল, ওদের প্রযুক্তি ছিল উন্নতমানের, ওরা ট্যাপকলের জল খেত এবং তার জন্য সব জায়গায় পাইপের যোগাযোগ দরকার হত না। কিন্তু কি সেই উন্নত প্রযুক্তি ? অতএব গবেষণা চলবে এবং....। আচমকা ধাক্কা ! কোথায় দাদু ! এ যে দেখি গোয়ালিনী, বেশ হাসি হাসি মুখ, 'সারাদিনই তো ঝিমুচ্ছ আর নিজের মনে বিড় বিড় করছ, শোন এখন থেকে দুধের দাম বাড়বে, আর কিন্তু ঐ দামে দিতে পারব না।'

—প্রসন্ন তুমি ! তুমি আর কবে দুধ খাওয়ালে ? তুমি তো জল দিয়েই দুধের দাম নাও !

প্রসন্ন হেসে গড়িয়ে পড়ে, 'ও ঠাকুর ! তুমি জান না—জলেরও ট্যাকসো লাগে, আর সে ট্যাকসোও বাড়ে !

দুর্নীতির অভিযোগ (১ম পৃষ্ঠার পর)

ডাক দেওয়া হয়। কিন্তু গত ৫ মার্চ ও ৯ মার্চ স্থানীয় একসচেঞ্জ থেকে দুজনের নাম রেকোমেণ্ড করে হাতে হাতে সেই চিঠি স্কুল কমিটির হাতে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ঐ দুজনের নাম মেহেবুব আলম ও লুৎফল হক। এই দুজনের নাম ৪৫ দিন পরে এসেছে বলে এমসি থেকে সে নাম অগ্রহ্য করা হয়। এমসি পূর্বের ১৬ জনের মধ্যে রঘুনাথগঞ্জের পার্থ ঘোষকে প্রাথমিকভাবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু স্থানীয় বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের অভিমত যেহেতু পার্থ ঘোষ ভূগোলে অনার্স গ্রাজুয়েট হলেও বি-এড নন্, কিন্তু পরবর্ত্তী যাঁদের নাম এসেছে তাঁরা ভূগোলে অনার্স এবং বি-এড ; অতএব ওদের মধ্যেই একজনকে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু স্কুল ম্যানেজিং কমিটি পূর্বের ১৬ জনের মধ্যেই একজনকে নিয়োগ পত্র দেওয়ার সিদ্ধান্তে অটল থাকে ও পরবর্ত্তী দুজনকে তালিকাভুক্ত করতে সম্মত হয় না। এই নিয়েই বর্তমান গণ্ডগোলের সূচনা বলে শ্রী মিশ্র মনে করেন। অন্যদিকে গত জানুয়ারী '৯৭ থেকে, স্কুল কমিটির সম্পাদক মানিককুমার দাস জানান, স্কুলের তৎকালীন টিচার-ইন-চার্জ বাসুকীনাথ মিশ্র ও টিচার রিপ্রেজেন্টেটিভ গণপতি সরকার সেই সময় থেকে যত আর্থিক জালিয়াতি করেছেন তা তাঁকে না জানিয়ে এবং মিটিং-এ কোন সিদ্ধান্ত না নিয়েই। (চলবে)

মুর্শিদাবাদ জেলা রেডক্রশ সোসাইটির সহযোগিতায় হেলথ নার্সিং, হোম নার্সিং, ফার্ষ্ট এড ও প্রাইমারী টিচার ট্রেনিং শুরু হতে চলেছে। গার্লস স্কুলে পঞ্চম, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি চলিতেছে। মহিলাদের টেলারিং কাঁথাষ্টিচ ও বিভিন্ন ট্রেনিং চলিতেছে। শীঘ্র যোগাযোগ করুন।

শ্রীমা শিল্পনিকেতন, মাষ্টারপাড়া
(পণ্ডিত প্রেসের কাছে) রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

ETDC
(A unit of Govt. of West Bengal)
Stands for Quality & Reliability

ওয়েবসি
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্প দপ্তরের বিপনন সহায়তা প্রকল্পের অধীনে একটি সাধারণ ব্র্যাণ্ড
■ উজ্জ্বল
■ টেক্‌সই
■ সুনিশ্চিত গুণমান
■ ন্যায্য মূল্য

ডিষ্ট্রিবিউটারশিপের জন্য :
ইলেক্ট্রনিক্স টেষ্ট এ্যাণ্ড ডেভলাপমেণ্ট সেন্টার
৪/২, বি.টি রোড, কলিকাতা - ৫৬, দূরভাষ : ৫৫৩-৩৩৭০

ষ্টেট ব্যাঙ্কের 'ব্যাঙ্ক ডে' উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ জুলাই সারা দেশের সাথে জঙ্গিপুর ষ্টেট ব্যাঙ্কেও ৪২ তম 'ব্যাঙ্ক ডে' উদযাপন করা হয়। পূর্বে ব্যাঙ্কে এই দিনটিকে উদযাপন করলেও অনুষ্ঠানের প্রচলন ছিল না। এই বছর কিছু উৎসাহী কর্মীর উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে শাখা প্রবন্ধক স্বপন সরকার ও ফিল্ড অফিসার পৃথ্বীশ সেন মজুমদার জানান ব্যাঙ্কে গ্রাহক পরিষেবা ছাড়াও একটি সামাজিক পরিষেবার দিক আছে। তাই সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই এই ব্যাঙ্ক এ ধরনের অনুষ্ঠান ছাড়াও ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পও পরিচালনা করে থাকে।

সাট্টার ঠেকে হানা দিয়ে তিন যুবককে গ্রেপ্তার

রঘুনাথগঞ্জ : গত ৫ জুলাই স্থানীয় থানার সেকেণ্ড অফিসার দীপক দাসের নেতৃত্বে পুলিশ শহরের সাট্টার ঠেকগুলিতে হানা দেয়। ম্যাকেঞ্জী রোডে ডায়মণ্ড বেকারী সংলগ্ন কাউন্টার থেকে উত্তম দাস, সঞ্জিৎ হালদার, সদানন্দ হালদারকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সূত্রে খবর সদরঘাটের নিতাই দে ও দিলীপ দে শহরের সাট্টার মাথা। ওদের দুজনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। পুলিশ আরও জানায় এই সব সাট্টা নিয়ন্ত্রিত হয় মালদা থেকে। এবং প্রতিদিন ৫০ হাজার টাকার মত কারবার হয়। সাট্টার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বহু সরকারী কর্মচারী, ছাত্রছাত্রী, বেকার যুবক, গৃহবধূ সর্বস্বান্ত হচ্ছেন বলে জানা যায়। এই ঠেকগুলি ভাঙ্গার জন্য স্থানীয় ইয়ুথ ক্লাব অন্যান্য ক্লাবদের নিয়ে এক সভা ডাকছেন বলে জানা যায়।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ভেস্তে গেল (১ম পৃষ্ঠার পর)

বাড়ানো হয়েছিল ; এ বছর তাঁরা আরও তিন টাকা মজুরী বৃদ্ধিতে রাজী, ৫৫·৪৫ টাকাকে তাঁরা অবিবেচনা প্রসূত বলে মনে করেন। ট্রেড ইউনিয়নগুলি এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী ১০ জুলাই ধর্মঘটের ডাক দেন। তাঁদের দাবী সরকার ঘোষিত ন্যূনতম মজুরী, নারী পুরুষের সমান মজুরী, পি এফ লকবুক, ঠিকাদারী প্রথা বাতিল প্রভৃতি। আই এন টি ইউ সির নেতা বেলালউদ্দিন বিড়ির মজুরী সরকার নির্দ্ধারিত হারের এক পয়সাও কম নিতে রাজী হন না। ধুলিয়ান বিড়ি মার্চেন্টস্ এ্যাসোসিয়েশন এক চিঠি দিয়ে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নকে আগামী ১৮ জুলাই উমরপুর পতাকা বিড়ি অফিসে বিড়ি শিল্পের সংকট নিয়ে এক আলোচনা চক্রের আহ্বান জানান। অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়ন মনে করেন আই এন টি ইউ সি তাদের গোঁ না ছাড়লে এ সভাতেও কোন মীমাংসায় পৌঁছানো সম্ভব হবে না।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৪-৭-৯৭ সোমবার সকাল ১১টায় বিদ্যালয়ের নূতন ভবনে ১৯৯৭ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অষ্টম স্থানাধিকারী বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র কিশোরগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানানো হইবে।

উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্তন ছাত্র, অভিভাবক ও শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ। তাং ৮ই জুলাই ১৯৯৭।

স্বপনকুমার দাস	রমাপতি মণ্ডল
প্রধান শিক্ষক	সম্পাদক
রঘুনাথগঞ্জ উঃ মাঃ বিদ্যালয়	রঘুনাথগঞ্জ উঃ মাঃ বিদ্যালয়

বিশেষ আকর্ষণ : বিভিন্ন ডিজাইনের পছন্দ ও টেকসই কোবরা ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে
আমাদের এখানে অফুরন্ত
সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা
ষ্টিচ করার জন্য তসর থান,
কোরিয়াল, জামদানী জোড়,
পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ
পিওর সিল্কের প্রিন্টেড
শাড়ীর নির্ভরযোগ্য
প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য
পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া নন্দী এণ্ড সন্স
মির্জাপুর ।। গনকর
ফোন নং : গনকর ৬২০২৯

পছন্দসই টেকসই
সব বয়সেই মানানসই
রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১
রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ
(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)
রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০
গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল, জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

সনাতন দাস	ধনঞ্জয় কাদিয়া	সনাতন কালিদহ
সভাপতি	ম্যানেজার	সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ গনের বছর যাবৎ নিয়োজিত
✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚
রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ
(সব্জী বাজারের বিপরীত দিকে)
প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা
ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)
এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।
হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক, ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিঞ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফাষ্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।
বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট, সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।